শ্রীহরিভিন্ন স্থাবর-জঙ্গমে কাহারও পৃথক সত্তা নাই ; সকলের সত্তাই শ্রীহরির সত্তা অবলম্বনে অবস্থিত। হে মহারাজ! তোমার রাজসূয়যজ্ঞে দেবগণ, ঋষিগণ, পূজনীয় তপোযোগাদিতে সিদ্ধ মহাপুরুষগণ, ব্রহ্মার পুত্র সনকাদি ঋষিগণ—যাঁহারা নিখিল জ্ঞানীগণের আদি আচার্য, তাঁহারা সকলে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও অচ্যুতই (শ্রীকৃষ্ণ) দানের মুখপাত্ররূপে নির্ণীত হইয়াছিলেন। যেহেতু এই ব্রহ্মাণ্ডকোষরূপ মহান বৃক্ষ জীবরাশিদ্বারা ব্যাপ্ত। সেই ব্রহ্মাণ্ড-বৃক্ষের মূল শ্রীকৃষ্ণ। অতএব তাঁহারই পূজা সমস্ত জীবাত্মার তৃপ্তিদায়ক। মনুষ্য, তির্য্যক্, ঋষি, দেবতা প্রভৃতি যত পুর অর্থাৎ শরীর আছে, সেই সকল শরীর এই অচ্যুতই সৃষ্টি করিয়াছেন এবং সেই সব দেহে এই পুরুষ শ্রীঅচ্যুতই জীবান্তর্য্যামীরূপে শয়ন করিয়া আছেন। সেই সকল দেহের ভিতরে শ্রীভগবান প্রকাশের ন্যূনাধিক্যভাবে বিদ্যমান আছেন। সেই তির্য্যগাদি দেহ হইতে পুরুষ অর্থাৎ মনুষ্যে অধিকরূপে প্রকাশ আছেন। অতএব পুরুষ অর্থাৎ মনুষ্যই দানের পাত্র। সেই মনুষ্যের মধ্যেও যে মনুষ্য যত পরিমাণে জ্ঞানের - যেমন যেমন ভাবে তপোপ্রভৃতি যোগের দ্বারা শ্রীভগবানের প্রকাশের আধিক্য আছে, তেমন তেমন পরিমাণে দানপাত্রের শ্রেষ্ঠত্ব আছে। এই রকম থাকিলেও কালে উপাসকের দোষের উৎপত্তি হইলে, অর্থাৎ সেই সকল উপাসকের কালান্তরে দোষোৎপত্তির সম্ভাবনা আছে বলিয়া বেদদৃষ্টিতে অন্য একটি বিশিষ্ট অধিষ্ঠান প্রকাশ করিয়াছেন। কারণ মনুষ্যের মধ্যে পরস্পরের অবস্থান করিবার জন্য যাহাদের বুদ্ধি আছে, তাহাদের সেইপ্রকার প্রবৃত্তি দেখিয়া পূজা প্রভৃতি করিবার জন্য ত্রেতাদি যুগে শ্রীহরির অর্চ্চা অর্থাৎ প্রতিমার ব্যবস্থা করিয়াছেন। প্রতিমা ব্যবস্থা করিবারও উদ্দেশ্য শ্রীহরির পরিচর্য্যামার্গ প্রদর্শন করানো। তার দ্বারা ইহাই দেখানো হইল যে—সেই পূর্ব্বোক্ত দোষযুক্ত পাত্রেও দান করিলে যখন কার্য্যসাধক হয়, অর্থাৎ দানের ফললাভ করিতে পাওয়া যায়, তখন সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিত শ্রীপ্রতিমাতে অর্পণ অর্থাৎ পূজাদি করিলে যে কার্য্যের ফলাধিক্য হইবে—এ বিষয়ে আর কি সন্দেহ থাকিতে পারে? সেই শ্রীমূর্ত্তিকে উপাসনা করিলেও যাহারা পুরুষদ্বেষী অর্থাৎ মানুষকে দ্বেষ করে, তাহাদের পক্ষে ফলপ্রদ হয় না। যদি পুরুষের প্রতি দ্বেষ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীমূর্ত্তির পূজা করে, তবে অল্পবুদ্ধি মানবগণেরও পরম ফলপ্রদ হইয়া থাকে।” এস্থলে একটু বুঝিবার বিষয় এই যে—কোনও কোনও মন্দবুদ্ধি এস্থানে এইরূপ ব্যাখ্যা করে যে—যাহারা অল্পবুদ্ধি তাহারাই প্রতিমাতে পূজা করিবে, যাহারা বিজ্ঞ তাহারা প্রতিমাতে পূজা করিবে না। এইরূপ অর্থ অত্যন্ত অসঙ্গত, যেহেতু নৃসিংহপুরাণ প্রভৃতিতে স্পষ্টই শুনা যায়